দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 1 0 2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য এসেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

॥ মুকিমুল আহসান হিমেল, জাবি থেকে ॥

শিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের। নেই কোন অনির্ধারিত বন্ধ। অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা, সেশনজট কমছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানের সংখ্যা।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪ গবেষক এম ফিল ও ৩৫ গবেষক পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ৭ গবেষক এমফিল ও ১৪ গবেষক পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। চলতি বর্ষে ভূগোল ও পরিবেশ এবং দর্শন বিভাগে ৪ জন. ইতিহাস বিভাগে ২ জন, প্রত্নতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, রসায়ন এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগে একজন করে গবেষককে (৯ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ও গবেষণার

(তৃতীয় পৃঃ পর)

এমফিল ডিগ্রী দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা। হরতাল ও ছুটির দিনেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরীক্ষা। সেশনজট কমাতে হরতালের দিনে শিক্ষার্থীদের সম্মতিতে প্রয়োজনে রাতেও পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন পরীক্ষা অফিস পরিচালক মির্জা মফিজউদ্দিন। চলতি বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মোট ৫৩১টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বছর মে-জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে অনেক বিভাগে পুরোদমে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্লাস পরীক্ষা। এবারের রোজা ও পূজোর ছুটির মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্ষ উন্নয়ন পরীক্ষা। হরতাল বা অন্য কোন কারণে ক্লাস অনুষ্ঠিত না হলে সরকারী ছুটির দিনে ক্লাস নেন শিক্ষকরা। সেশনজট কমাতে শিক্ষকদের এরকম উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে কোন অনির্ধারিত বন্ধ ছিল না বলে জানা গেছে। গত চার বছরে বিভিন্ন আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ ছিল সর্বমোট ৬৬ দিন। এর মধ্যে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ ৪২ দিন অনির্ধারিত বন্ধ ছিল। বর্তমান ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে এখন পর্যন্ত কোন অনির্ধারিত বন্ধ হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ফার্মেসী, পরিসংখ্যান, সরকার ও রাজনীতি, নৃ-বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স, বিবিএ, ইতিহাস, দর্শন, গণিত বিভাগে সেশনজট নেই বললেই চলে। তবে সেশনজট কমাতে সবচেয়ে সাফল্য ফার্মেসী বিভাগে। ২০০১ সালে বিভাগটিতে ২ বছরের জট থাকলেও বর্তমানে বিভাগটি সম্পূর্ণ জটমুক্ত। ইংরেজী, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা, অর্থনীতি, ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও প্রাণ রসায়ন বিভাগে কিছু জট থাকলেও বিভাগগুলো দ্রুত সেশনজট কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিভাগীয় শিক্ষকরা।

জাবির শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খোলা হয়েছে আরো দু'টি নতুন বিভাগ। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত লোক প্রশাসন ও জীব বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। বিভাগ দু'টিতে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। বর্তমানে একাডেমিক কার্যক্রমে গতিশীলতার কারণে শিক্ষা গবেষণায় সাফল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের।